যুগান্তর

তারিখ 18 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৭০ কলাম ২

বোর্ড ফি মওকুফ ও ২ দফা সময় বৃদ্ধি

ভোলায় গণহারে এইচএসসির ফরম পূরণ করেছে শিক্ষার্থীরা

ভোলা প্রতিনিধি

ভোলা জেলা সিডর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হিসেবে বোর্ড ফি মওকুফ, ২ দফা ফরম পূরণের সময় বৃদ্ধি করায় বেশিরভাগ কলেজেই এ বছর এইচএসসি পরীক্ষার জন্য গণফরম পূরণের সুযোগ পেয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। শিক্ষার মানোন্নয়নে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের কঠোর শর্ত শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। অনেক প্রতিষ্ঠানেই ৩/৪ বছর করে টেস্ট পরীক্ষা নিয়ে ফেল করা শিক্ষার্থীদের উত্তীর্ণ দেখিয়ে ফরম ফিলাপের সুযোগ দিয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মনিরুজ্জামান জানান, গত কয়েক বছর ধরে ভোলা জেলার এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার বরিশাল বোর্ডে সর্বনিম্ন থাকায় বোর্ড চেয়ারম্যান কর্তৃক এ অঞ্চলের ৩৬টি কলেজের ওপর ১১টি শর্ত আরোপ করা হয়। বরিশাল শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর হাসানুজ্জামান ২ দফা ভোলা সফরকালে কলেজ অধ্যক্ষদের উপস্থিতিতে এসব শর্তের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এসব শর্তের কারণে ভোলার কলেজ প্রধানরা প্রথমদিকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এতে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত টেস্ট পরীক্ষায় বেশিরভাগ কলেজেই ৪০ ভাগের বেশি সব বিষয়ে পাস করেনি। পাস করা এসব শিক্ষার্থীই প্রথমদিকে ফরম পূরণের সুযোগ পায়। এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ৬০ ভাগ ছাত্রছাত্রী। ফরম ফিলাপের সুযোগের জন্য এরা দেনদরবার এমনকি আন্দোলন করতে শুরু করে। একপর্যায়ে কয়েকটি কলেজ ফের টেস্ট পরীক্ষা নিয়ে আরও ২০% ফরম ফিলাপের সুযোগ দেয়। প্রথম পর্যায়ে বোর্ডের ফরম ফিলাপের সময়সীমা ২৮ জানুয়ারি থাকায় এ সময়ের মধ্যে ৬০ ভাগ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ফরম ফিলাপ করে। এ অবস্থায় বোর্ড কর্তৃপক্ষ বোর্ড ফি ছাড়া পুনরায় ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ফরম ফিলাপের সময়সীমা বৃদ্ধি করলে অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা ফের আন্দোলনমুখী হয়ে ওঠে। এরা কলেজ অধ্যক্ষদের হুমকি দেয়ারও অভিযোগ রয়েছে। এ অবস্থায় কলেজ বোর্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বোর্ড স্থানীয়ভাবে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার মৌখিক নির্দেশ দেয়। এ সুযোগে কলেজগুলো তৃতীয় দফা টেস্ট পরীক্ষা গ্রহণ করে। আগের উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্র ফাঁস করে পরীক্ষায় অংশ নেয়ারও অভিযোগ রয়েছে।